Abstract

গবেষণা অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম- নির্বাচিত সংস্কৃত 'গল্পসাহিত্যে' হাস্যরস : একটি সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ। গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে সামগ্রিকভাবে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গল্পের স্বরূপ, গল্পসাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য, সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প শব্দটির পারিভাষিক শব্দ ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে 'গল্প' শব্দটির পারিভাষিক শব্দের উৎস যেমন ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অর্থবাদ অংশে আখ্যান, উপাখ্যান জাতীয় রচনার উল্লেখ পায়। এছাড়া বৈদিক সাহিত্যে 'গল্প' অর্থে ইতিহাস, পুরাণ, বাকোবাক্য, গাথা, শ্লোক, নারাশংসী, আখ্যায়িকা, আখ্যান, সংবাদ, কথা, কাহিনী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি ভারতবর্ষের জীবনধারার বহুমুখী প্রবাহকে কেন্দ্র করে জনপ্রিয় উপাদানের সমন্বয়ে গল্পসাহিত্যের উপস্থাপন করা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে গল্পসাহিত্যের উৎস এবং সমস্ত গল্পের বিষয়বস্তু যথাক্রমে কাল অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে বেদের অন্তর্গত সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, আগম, *বাল্মীকিরামায়ণ, বৈয়াসিকমহাভারত*, মহাপুরাণ, জাতক, অবদান সাহিত্যে সংবাদ, আখ্যান, আখ্যায়িকা, উপাখ্যান, কথা, কাহিনীর নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে (ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র অনুসারে হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য এবং পাশ্চাত্ত্যে হাস্য রসের ধারা) হাসির সাধারণ বৈশিষ্ট্য, হাস্যরস সৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক কারণ যেমন- অসঙ্গতি, কৌতূহল, অনৌচিত্য ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। সংস্কৃত তত্ত্ব গ্রন্থে হাস্যরসের স্বরূপ প্রসঙ্গে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া প্রহসন, ভাণ, বীথী নামক রূপকের তেরোটি অঙ্গের মধ্যে প্রপঞ্চ, ছল, বাক্ কেলি, নালিকা, ব্যাহার, উৎপ্রাসন নামক নাট্যালঙ্কারের মধ্যে, পতাকা স্থানের মধ্যে হাস্যরসের সূচক পরিলক্ষিত হয়েছে সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য

সাহিত্যে হাস্যরসের নির্বাচিত কয়েকটি নাম সমীক্ষা যেমন - **কমেডি** (Comedy), **হিউমার** (Humour), **উইট** (Wit), **ফান** (Fun), **পুন** (Pun), **স্যাটায়ার** (Satire), **ল্যামপূণ** বা **প্যারোডি** বা **বারলেসকিউ** (Lampoon or Parody or Burlesque) ইত্যাদি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। সবশেষে প্রাচ্যের হাস্যরসের সাথে প্রতীচ্যের হাস্যরসের মধ্যে বিচার ও বিশ্লেষণপূর্বক সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। যেমন-

- হাস্যরস **হিউমারের** অনুরূপ
- প্রপঞ্চ পুনের অনুরূপ
- ছল, বাক্ কেলি, নালিকা, **উইটের** অনুরূপ
- ব্যাহার **হিউমারের** অনুরূপ
- নর্ম **উইটের** অনুরূপ
- উৎপ্রাসন **স্যাটায়ারের** অনুরূপ

সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস ইংরেজি সাহিত্যের হাস্যরসের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ ঐক্য বর্তমান না থাকলেও উভয়ের মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য বিদ্যমান আর এইখানে প্রাচ্যের হাস্যরসের সাথে প্রতীচ্যের হাস্যরসের মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে (সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য) সংস্কৃত সাহিত্যে এবং সংস্কৃত শব্দকোষে, ইংরেজি শব্দকোষে, ল্যাটিন, ফরাসি, ইংরেজি, ইতালি ইত্যাদি ভাষায় গল্পকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। গল্পসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যেমন - কল্পনা ও রূপকথার সংমিশ্রণে রূপকের মাধ্যমে কখনো পশুপাখি, কখনো জীবজন্তু আবার কখনো মনুষ্য চরিত্রকে অবলম্বন করে গল্পগুলি রচিত হয়েছে। কবি বা লেখক রূপকের

মাধ্যমে জীবন ও সত্যের সন্ধানে সমাজের চিরন্তন নীতিকে জনসমাজে তুলে ধরেছেন। গল্পসাহিত্যের মাধ্যমে কবি বা লেখক বাস্তবের অর্থাৎ অলৌকিক জগতের রূপকে রূপকথার মোড়কে সহৃদয়ের সামনে প্রতিস্থাপন করেছেন। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং হাস্যরসের বৈচিত্র্য গল্পগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। মূল গল্পে প্রাসঙ্গিকভাবে বহু ছোট ছোট গল্পের সন্নিবেশ এবং প্রতিটি গল্পের আকার এবং নীতিবাক্য অতি হৃদয়গ্রাহী। গল্প সাহিত্যের নীতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গল্পগুলি শুধুমাত্র ন্যায়, নীতি, ত্যাগ, সততা প্রভৃতির আর্দশপ্রচারে মুখ্যভূমিকা পালন করে যা কখনও সেগুলি গল্পমাত্র কখনও বা প্রত্যক্ষ ন্যায়নীতি বা আর্দশপ্রচারের বাহন, কখনও বা সাহিত্যগুণ ও নীতিকথার সুচারু সমন্বয়ে পরিপূর্ণ। আমোদ প্রণীত নীতিশিক্ষাই হল গল্পসাহিত্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সরল ও অনাড়ম্বর নীতিমূলক গল্পসাহিত্য শুধুমাত্র শিশুমনে নয় তা কিশোর, যুবক ও প্রাপ্তবয়সের মনোজগতেও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। গল্পসাহিত্যে হাস্যরসের উৎস প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই রূপকের মাধ্যমে মানুষের গল্পসাহিত্যের জয়যাত্রার ইতিহাস রচিত হয়েছে। ইতিহাস রচনার সাথে সাথে হাস্যরসের শুরু হয়েছিল সুদূর প্রাচীনকালেই। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত সংহিতায়, ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে, উপনিষদে, *বাল্মীকিরামায়ণে, বৈয়াসিকমহাভারতে*, বৌদ্ধদের অন্তর্গত জাতকগ্রন্থে, আগমগ্রন্থে, অবদানগ্রন্থে, গল্পসাহিত্যে হাস্যরসের উৎস প্রসঙ্গে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে (গল্পসাহিত্য ও সমকালীন সমাজ) মানুষ ও সমাজের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। নির্বাচিত সংস্কৃত গল্প গ্রন্থগুলির বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার জন্য এই অধ্যায়ের প্রথমে নির্বাচিত সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের গ্রন্থ গুলির বিভিন্ন বিষয় যেমন-

- কবি পরিচিতি
- গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য
- গ্রন্থটির আবির্ভাব কাল
- গ্রন্থটির গঠন বা অধ্যায় সংখ্যা
- গ্রন্থটির মধ্যে গল্পের সংখ্যা
- গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা
- গল্পগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল গল্প সাহিত্য রচিত হয়েছিল এবং তৎকালীন সময়ে সমাজের পরিস্থিতি তা যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে নির্বাচিত গল্পসাহিত্য তদানীন্তন সমাজের যেসকল চিত্র আলোচিত হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন-

পঞ্চতন্ত্র (৩০০ খ্রিস্টপূর্ব)

- ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য হ্রাস।
- কুষাণবংশের রাজা দ্বিতীয় কদফিসেসের উত্তর ভারতের রাজ্য বিস্তার।
- বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য লাভ।
- কুষাণ যুগের অবসান ।
- উত্তর ভারতে বিভিন্ন গণতন্ত্র গুলির প্রাধান্য লাভ (আর্জুনায়ন, মালব, যোধেয়)।
- নন্দবংশের পতন ও গুপ্তবংশের উত্থান।
- দাক্ষিণাত্যে বিভিন্ন রাজবংশের প্রাধান্য লাভ।
- সাহিত্যে ও সমাজে *মনুসংহিতা* ও কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রের* প্রভাব।

- মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন।
- ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি।
- তৎকালীন সমাজে নীতিশাস্ত্রের প্রভাব ।
- জৈন সম্প্রদায়ের অহিংসার বাড়াবাড়ির প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয়েছে।
- সমাজে নারীরা নিষিদ্ধ, ভোগ্যা, এবং দ্বেষ্যা। সমাজে পুরুষ সম্প্রদায়ের আধিপত্যের কথা প্রতিফলিত হয়েছে।

বেতাল পঞ্চবিংশতি (একাদশ শতক)

- দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের পতন এবং তাঞ্জরে চোলবংশের উত্থান।
- মধ্য ও পশ্চিম ভারতে কলচুরি, পরমার, চাহমান, শাহীবংশের প্রাধান্য লাভ।
- বাংলায় সেনবংশের উত্থান ও পালবংশের পতন।
- শৈবধর্মের প্রভাব।
- রাজাভোজের *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ*, রুয্যকের রচিত *অলংকারসর্বস্ব* , অভিনব গুপ্তের *তন্ত্রালোক*, ভাস্করাচার্যের *সিদ্ধান্ত শিরোমণি*, আচার্য মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ* প্রভৃতি অলঙ্কারশাস্ত্র বেশ পরিপুষ্ট লাভ করে।
- তৎকালীন সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিকটিকে এবং লোভাতুর কুলোপুরোহিত চরিত্রকে উদ্ঘাটন করে কবি তির্যক দৃষ্টি জ্ঞাপন করেছেন।

শুকসপ্ততি, সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, হিতোপদেশ (দ্বাদশ শতক-ত্রয়োদশ শতকে)

- ভারতবর্ষে বহিরাগত তুর্কিজাতির আক্রমণ।
- দিল্লীর সিংহাসনে মুসলিম শাসক সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তার।
- বাংলায় মুসলিম শাসনের আধিপত্য বিস্তার।

- সেনবংশের পতন।
- পশ্চিমবাংলায় পাঠান ,সুলতান ,মুঘলদের আধিপত্য বিস্তার।
- তুঘলকবংশের পতন।
- ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষমতা হ্রাস।
- ভারতবর্ষের সাথে বিভিন্ন দেশ যেমন ইরান, ইউরোপ, রাশিয়া, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি দেশের সাথে পারস্য উপসাগরে অবস্থিত হরমুজ বন্দরের মাধ্যমে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন।
- ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ক্রমশ ক্ষীন হতে থাকে।
- সমাজে নারীদের তাড়নাপীড়িত নগ্নচিত্র উন্মোচিত হয়েছে।
- শৈবধর্মের প্রভাব, বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের নগ্ন রূপটিকে জনসমক্ষে উন্মোচিত হয়েছে।

পুরুষ পরীক্ষা (চতুর্দশ শতক)

- তুঘলকবংশের পতন।
- তৈমুর লং এর ভারত আক্রমণের হিন্দুদের উপর অত্যাচার।
- দাক্ষিণাত্যে দুটি স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি।
- শাহবংশের উত্থান।
- বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদের দৃঢ়তা স্থাপন।
- সমাজজীবন ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক থেকে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল এই সময় তার অবসান ঘটে।

- গুণাধার পুরুষের চরিত্র যেমন অঙ্কিত হয়েছে তেমনি চোর, অসাধু, অলস, অবুদ্ধি, জন্মবর্ব্বর, সংসর্গবর্ব্বর, কামপীড়িত, অবসন্নপীড়িত, মূঢ় ও নীচ প্রভৃতি নানা মন্দপুরুষের চরিত্রও বর্ণিত হয়েছে।

ভোজপ্রবন্ধ **(ষোড়শ শতক)**

- লোদীবংশের উত্থান।
- মুঘল সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার।
- জৈন ধর্মের আধিপত্য।
- বিদুষী নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন।
- পণ্ডিতবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি।

সামাজিক জীবনে হাস্যরসের ভূমিকা অপরিসীম যেমন- বাহ্য ত্রুটি সংশোধনের প্রচেষ্টা রূপে, সমকালীন মানবের রুচি, চিন্তাধারা, ভাবের অগ্রগতি সূচক রূপে, সভ্যতার স্থিতি, বৃদ্ধি ও অবনতি সূচক রূপে, ব্যক্তিসত্তার সচেতনতা বৃদ্ধিতে, সামাজিক জীবনে মানুষের অযোগ্যতাকে জনসমক্ষে উন্মোচিত করতে, সর্বোপরি সমাজসংস্কারক রূপে হাস্যরস অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে (নির্বাচিত গল্পসাহিত্যে হাস্যরসের সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ) *পঞ্চতন্ত্রে, বেতালপঞ্চবিংশতিতে, শুকসপ্ততিতে সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকাতে, হিতোপদেশতে, পুরুষ পরীক্ষাতে, ভোজপ্রবন্ধে* যেসকল গল্পে হাস্যরস পরিলক্ষিত হয়েছে সেগুলিকে তত্ত্বগত দিক দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এবং নির্বাচিত সংস্কৃত গল্প সাহিত্যে হাস্যরসের সাথে প্রতীচ্যের হাস্যরসের মধ্যে বিচার ও বিশ্লেষণপূর্বক সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। গল্পসাহিত্যে

যেসকল গল্পে হাস্যরস বিদ্যমান রয়েছে সেই বিষয়কে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের তত্ত্বগত দিক দিয়ে আলোচনা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে নির্বাচিত গল্পগুলিতে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে কোন শ্রেণীর হাস্যরসের অনুরূপ সেই বিষয়টিকেও উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপে *বেতালপঞ্চবিংশতি*তে হাস্যরস বর্ণনা করা হলো। অষ্টম কথাতে হাস্যরসের নিদর্শন উল্লেখনীয়। শোভাবতী নগরে বসবাসকারী শুদ্ধপটের দুহিতা মদনসুন্দরী গৌরী দেবীর আরাধনা করতেন। ধবল নামক রাজকুমার মদনসুন্দরী কে দেখে কামপীড়িতবশত বিবাহ করতে ইচ্ছুক হলেন। শুদ্ধপট জানান গৌরী দেবী যার প্রতি প্রসন্ন হবে সেই ব্যক্তি তার পুত্রীর পতি হবেন। শোভাবতী নগরের রাজকুমার দেবীকে প্রসন্ন করার নিমিত্তে নিজের শিরশ্ছেদ করবেন মনস্থির করলেন এবং গৌরী দেবী তাতে প্রসন্ন হলেন। মদনসুন্দরীর সাথে ধবল রাজপুত্রের বিবাহ সম্পন্ন হল। এরূপ বিধি সম্পন্ন হলে ধর্মবান ধবল গৌরী মণ্ডপে গিয়ে দেবীর খরগের দ্বারা শিরশ্ছেদ করলেন এবং শুদ্ধ পটের পুত্র শ্বেতপট ভগিনীপতির এরূপ অবস্থা দেখে নিজেও শিরশ্ছেদ করলেন। তখন মদনসুন্দরী ভ্রাতা ও পতির শিরশ্ছেদ দেখে দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন। দেবী প্রসন্ন চিত্তে তাদের স্কন্ধে স্থাপনের আদেশ দিলেন। ভ্রমবশত মদন সুন্দরী ভ্রাতার স্কন্ধে পতির শির এবং পতির স্কন্ধে ভ্রাতার শির স্থাপন করলেন। এখানে ধবল ও শ্বেতপট হল আলম্বনবিভাব, গৌরী দেবী প্রসন্নতার ফলে ভ্রমবশত পতির স্কন্ধে ভ্রাতার শির এবং ভ্রাতার স্কন্ধে পতির শির স্থাপন বিষয়ক ব্যাপার হল উদ্দীপনবিভাব । বিকলাঙ্গ দর্শন হেতু এখানে বিভাব সৃষ্টি হয়েছে। মদনসুন্দরীর ব্যাকুলিভূত অবস্থা হলো অনুভাব। শারীরিক অসঙ্গতি ও তদ্রূপ কারণেই বিপর্যয় হেতু এখানে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। শারীরিক অসঙ্গতি হেতু যে ব্যঙ্গরসের সৃষ্টি হয়েছে পাশ্চাত্ত্যে **ফান** (Fun) শ্রেণীর হাস্যরসের অনুরূপ। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক L. Carroll বিরচিত *Alice's Adventures in Wonderland* উপন্যাসটি **ফানের** উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই উপন্যাসে চেয়াশার

নামক বিড়ালটি এলিসকে দেখে হেসেছিল। বেড়ালটি দেখতে ভাল প্রকৃতির ছিল এবং তার লম্বা নখ ও অনেকগুলি দাঁত ছিল। ক্যারল চেয়াশা নামক বিড়ালটি এলিসকে দেখে হাসার মাধ্যমে এক অদ্ভুত এবং অতিরঞ্জিত চরিত্রের মাধ্যমে ফানের সৃষ্টি করেছেন। বিড়ালের হাসার মাধ্যমে শারীরিক অসঙ্গতি দ্বারা কৌতুকের সৃষ্টি হয়েছে তা পকৃতপক্ষে **ফানের** অনুরূপ।

উপসংহারে বলা হয়েছে সাহিত্যকর্ম একক ব্যক্তিনির্ভর হয়েও সর্বসাধারণের মধ্যেই প্রসিদ্ধিলাভ করে। সাহিত্য শুধুমাত্র সহৃদয় ব্যক্তির মধ্যে আনন্দ প্রদানের পাশাপাশি মানবজাতীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করে থাকে। নীতিমূলক গল্পসাহিত্যের উৎস বৈদিক যুগ থেকে শুরু হলেও সেই সমস্ত গল্পের মধ্যে দার্শনিক মনোভাব, ধর্মীয় চিন্তন, তত্ত্বকথা যুক্ত বলে জনসাধারণ ও শিশুমনে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি যতটা প্রভাব বিস্তার করেছে নীতিমূলক গল্পসাহিত্য। রূপকের মাধ্যমে কৌতুক ও সরস রচনারীতির সান্নিধ্যে নীতিমূলক, উপদেশমূলক গল্পের উপস্থাপন করার কারণে সেই সমস্ত গল্পসাহিত্যগুলি জনসাধারণের কাছে অধিক মাত্রায় সমাদৃত হয়েছে আর এখানে নীতিমূলক গল্পসাহিত্যের পরিধি, ব্যাপকতা ও সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে আচার্য ভরত এবং তৎপরবর্তী আলঙ্কারিকগণ তত্ত্বগত দিক দিয়ে হাস্যরসকে ব্যাখ্যা করলেও সংস্কৃত সাহিত্যে যে ভাবে হাস্যরসের প্রয়োগ দেখা যায় সেই সমস্ত দিকগুলি সংস্কৃত তত্ত্বগ্রন্থে স্থান পায়নি। সংস্কৃত সাহিত্যে দৃশ্য কাব্যের অন্তর্গত প্রহসনের মধ্যে হাস্যরসকে অঙ্গীরস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এবং আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে বহু প্রহসনে হাস্যরসের উপস্থিতি লক্ষণীয়। শুধু তাই নয় দৃশ্যকাব্য ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যধারায় হাস্যরসের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশিষ্ট পণ্ডিত শ্রীদিলীপকুমার কাঞ্জিলাল বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসের যে নিদর্শন

পাওয়া যায় সেগুলির তুলনামূলক এবং ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু সেগুলিকে সংস্কৃত সাহিত্যের তত্ত্বগত দিক দিয়ে সেই ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে সেই অনালোচিত বিষয়টিকে অনুসন্ধান করা হয়েছে। গল্পসাহিত্য ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য হাস্যরসের ধারাগুলির প্রতিফলন সম্পর্কে নবীন গবেষকদের নিকট আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও আগামী গবেষকগণ সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে প্রতিফলিত হাস্যরসের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য হাস্যরসের ধারাগুলির একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন করতে পারেন।